ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১০০৭৭
জিরানীয়া, ১৭ মার্চ, ২০২৩

জিরানীয়ায় পর্যালোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী
রাজ্যে মডেল রেশনসপ স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে

জিরানীয়া মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হলে আজ এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য, পরিবহণ ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তি রঞ্জন চাকমা, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুলাল চন্দ্র দত্ত। এসডিএফও তির্যজ দেববর্মা, মান্দাই-র বিডিও স্বদেশ দেববর্মা, জিরানীয়ার বিডিও পরিতোষ দেববর্মা, জিরানীয়া নগরপঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মঞ্জু দাস, ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, রাণীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুক্লা দাস, ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, বেলবাড়ি বিএসি'র চেয়ারম্যান রকেন দেববর্মা, জিরানীয়া বিএসি'র চেয়ারম্যান শুভমনি দেববর্মা, পশ্চিম জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য পার্থ সারথী সাহা, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। পর্যালোচনা সভায় খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, এখন নতুন করে পথ চলা শুরু হয়েছে। এই পথ চলা যাতে মসৃণ হয় এবং এলাকার উন্নয়নে যাতে কোন গাফিলতি না থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সভায় পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন সড়ক ও অন্যান্য কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয় এবং দপ্তরের অসমাপ্ত কাজগুলো যাতে দ্রুত সমাপ্ত করা হয় তারজন্য পর্যটন মন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিদ্যুৎ দপ্তরের কাজকর্ম পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রাক বর্ষা ও প্রাক কালবৈশাখী মরশুমে বিদ্যুৎ দপ্তরকে আরও সচেতন থাকতে হবে। নতুন সাব স্টেশনের কাজের অগ্রগতি নিয়েও সভায় আলোচনা হয়। সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের কাজের তথ্য দিতে গিয়ে দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, মজলিশপুর এলাকার জলজীবন মিশন প্রকল্পে প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। শুখা মরশুমে যাতে জলের সমস্যা না থাকে তার উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। গণবন্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়। এ ব্যাপারে খাদ্যমন্ত্রী বলেন, সারা রাজ্যে মডেল রেশনসপ স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। গণবন্টন ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠভাবে বজায় থাকে তার জন্য খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। সভায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর প্রভৃতি দপ্তরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়।

******